খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ২রা জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

যদি আমাদের বার্ষিক আনন্দ সত্যিকার অর্থে উদ্‌যাপন করতে হয় তাহলে এ কথাগুলো সামনে রাখা আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আমাদের কাছে প্রত্যাশা হল, নেকি বা পুণ্যের মাঝে অবগাহন করে, তা বুঝে তার উপর প্রতিষ্ঠিত হব এবং পাপ থেকে সেভাবে আমাদের আত্মরক্ষা করা উচিত যেভাবে রক্তপিপাসু প্রাণী দেখে মানুষ নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,
আজকের জুমা এই নববর্ষ অর্থাৎ ২০১৫-এর প্রথম জুমা। নববর্ষের শুভেচ্ছা বাণীসংবলিত পত্র আমার কাছে আসছে বিভিন্ন মানুষের, অনেকেই ফ্যাক্সও করছেন। এ নববর্ষ আপনাদের জন্যও সকল অর্থেই কল্যাণকর হোক। কিন্তু একই সাথে আমি এ কথাও বলব যে, পরস্পরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো তখনই আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে যদি আমরা এটি খতিয়ে দেখি যে, গত বছর আমরা আহমদী হিসেবে নিজেদের যে দায়িত্ব আছে তা কতটা পালন করেছি? আর ভবিষ্যতে এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা আমরা কতটা করব? তো এই জুমায় ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে এমন সংকল্প আমাদেরকে করতে হবে যা আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের ভিতরে সচেতনতা, উদ্দীপনা এবং আমাদের ভিতর পরিশ্রমের মন মানুষিকতা সৃষ্টি করবে। এটি স্পষ্ট যে, আহমদী হিসেবে আমাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়েছে সে দায়িত্ব পালিত হবে নেকি কর্ম করার মাধ্যমে। কিন্তু সে নেকি এবং পুণ্যের মানদন্ড কী হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া চাই যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যা আহমদিয়াত ভুক্ত হয় এবং যে আহমদী তার জন্য এ মানদন্ড স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নির্ধারণ করেছেন। তিনি সেই মানদন্ড কী তা উল্লেখ করে গেছেন, এখন নতুন উপায় উপকরণ এবং নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তত পক্ষে বছরে একবার খলীফায়ে ওয়াক্তের হাতের বয়াতে সময় এ অঙ্গিকার করে যে, সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত বা তাঁর নির্ধারিত মানদন্ডে উপনীত হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর আমাদের জন্য অর্থাৎ আহমদীদের জন্য এই মানদন্ডের কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়াতের শর্তাবলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে এগুলো শুধু বয়াতের দশটি শর্ত কিন্তু এতে আহমদী হিসেবে, আহমদী হওয়ার সুবাদে যে দায়িত্ব প্রত্যেক আহমদীর উপর বর্তায় তার সংখ্যা ভাসা দৃষ্টিতেও যদি আপনি নেন, ত্রিশের অধিক দাঁড়ায়।

সুতরাং যদি আমাদের বার্ষিক আনন্দ সত্যিকার অর্থে উদ্‌যাপন করতে হয় তাহলে এ কথাগুলো সামনে রাখা আবশ্যক । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আমাদের কাছে প্রত্যাশা হল, নেকি বা পুণ্যের মাঝে অবগাহন করে, তা বুঝে তার উপর প্রতিষ্ঠিত হব এবং পাপ থেকে সেভাবে আমাদের আত্মরক্ষা করা উচিত যেভাবে রক্তপিপাসু প্রাণী দেখে মানুষ নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এটি যদি হয় তাহলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনেই শুধু বিপ্লব আসবে না বরং পৃথিবীকে পরিবর্তন করা এবং তাদেরকে খোদার নিকটতর করার আমরা কারণ হব। যাইহোক এ কথাগুলোর কিছুটা বিষদ বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরব। রিমাইন্ডার স্বরূপ বা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে আর স্মরণ করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের বয়াতের উদ্দেশ্য বারবার আমাদের সামনে আসা উচিত। প্রথম কথা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন তা হল, শিরেক বা পৌত্তলিকতা বা বহু-ঈশ্বরবাদ থেকে বাচাঁর অঙ্গিকার। এক মোমিন যে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান রাখে এবং সেই ঈমানের কারণে খোদার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যুগ ইমামের হাতে যে বয়াত করছেএমন ব্যক্তি এবং শিরকের দূরতম সম্পর্ক থাকতে পারে না। একজন পৌত্তলিক আল্লাহ্‌র কথা মানবে এটি কীভাবে হতে পারে? কিন্তু বিষয় তা নয়। যে সূক্ষ্ম শিরকের দিকে মসীহে মাওউদ আ. দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সেটি বাহ্যিক কোন শিরক বা প্রতিমাপূজা নয়। বরং সুপ্ত শিরকের কথা বলছেন তিনি যা এক মোমেনের হৃদয়কে দূর্বল করে তোলে। যার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মসীহ মাওউদ আ. বলেন যে,

"একত্ববাদ বা তৌহিদ কেবল মৌখিকভাবে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** বলার নাম নয় আর হৃদয়ে সহস্র মূর্তি বা প্রতিমা লালিত হবে। বরং যে ব্যক্তি নিজের কোন কাজ বা ষড়যন্ত্র প্রতারনা বা পরিকল্পনাকে খোদার সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে বা কোন মানুষের উপর সেভাবে নির্ভর করে যেভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরষা করা উচিত বা নিজের নফস বা প্রবৃত্তিকে ততটা গুরুত্ব দেয় যতটা আল্লাহ্ কে দেয়া উচিত। এমন সকল পরিস্থিতিতে খোদার দৃষ্টিতে সে প্রতিমা পূজারী বা মূর্তি পূজারী । প্রতিমা বা মূর্তি কেবল স্বর্ণ রূপা বা পাথর দিয়ে যে প্রতিমা বানানো হয় কেবল তাকেই প্রতিমা বলেনা বরং প্রত্যেক বস্তু কথা বা কর্ম যাকে খোদার মত গুরুত্ব দেয়া হয় তা খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে প্রতিমা বা মূর্তি। তাই আজ আমাদেরকে আত্মঅবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে যে, গতবছর আমরা এসকল পরিকল্পনা বা ধর্ততার উপর নির্ভর করেছি বা সেগুলোকে সবকিছু মনে করেছি নাকি আমরা এগুলোকে পরিকল্পনা হিসেবে ব্যবহার করেছি আর আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হয়ে এসকল পরিকল্পনার মাধ্যমে খোদা তালার কাছে কল্যাণ এবং বরকতের জন্য হাত পেতেছি। ন্যায়ের বা সুবিচারের দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ, আমাদের নিজেদের অঙ্গীকারের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে।

এছাড়া তিনি এ অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে, আমরা মিথ্যা বলব না । হযরত মসীহে মাওউদ আ. বলেন যে, মিথ্যাও একটি মূর্তি বা প্রতিম যার উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরকারী আল্লাহর উপর নির্ভর বা ভরষা ছেড়ে দেয়, এ দিক থেকে আমাদেরকে আত্মঅবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে । তিনি আরো বলেন যে, এ অঙ্গীকার করো যে, ব্যাভিচার এড়িয়ে চলবে । হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে ব্যভিচারের কাছেও ঘেঁষবে না । অর্থাৎ এমন অনুষ্ঠান মালা থেকে দূরে থাক যার ফলাফল স্বরূপ এমন ধারণা হৃদয়ে দানা বাঁধতে পারে আর সেসকল পথ অবলম্বন করো না যার ফলে এমন পাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে । আজ কাল টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে এমন নোংরা চলচিত্র প্রদর্শিত হয় বা এগুলো খুললে যা সামনে আসে তা চোখেরও যেনা বা ব্যভিচার

আর চিন্তা ধারারও ব্যভিচার এটি । আর এগুলো বিভিন্ন পাপে নিমজ্জিত করার কারণ হয়ে থাকে । ঘর ভাঙ্গার কারণ হয়ে থাকে । এ সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে ।

আরেকটি অঙ্গিকার বা ওয়াদা আমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তাহলো নোংরা দৃষ্টি পরিহার করব । সেকারণেই আল্লাহতালা কোরআন শরিফে **গাজ্জে বাসর** বা দৃষ্টি অবনত রাখার শিক্ষা দিয়েছেন যেন নোংরা দৃষ্টিপাতের আশঙ্কাই দেখা না দেয় । মহানবী (সা.) বলেছেন সেই চোখের জন্য অগ্নিকে হারাম করা হয়েছে যে খোদা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বা বস্তু দেখার পূর্বেই ঝুঁকে যায় । হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে আমাদের জন্য তাগিদ পূর্ণ নির্দেশ হলো না মাহরম নারীদের সৌন্দর্য্য বা তাদের সৌন্দর্য্যের স্থানগুলোকে না দেখা । আবশ্যকিয় ভাবে লাগামহীন দৃষ্টিপাতের ফলে কোন সময় পদস্খলন হতে পারে । তাই আল্লাহতা'লা চান যে আমাদের চোখ বা হৃদয় যেন আশঙ্কা থেকে বা হুমকি থেকে মুক্ত থাকে । একারণেই তিনি এ সুমহান শিক্ষা দিয়েছেন । তিনি আমাদের কাছ থেকে অঙ্গিকারও নিয়েছেন যে আমরা সকল প্রকার পাপ ও অনাচার কদাচার এড়িয়ে চলব । আল্লাহর নির্দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া এটি হলো অবাধ্যতা অনাচার এবং কদাচারে লিপ্ত হওয়া। মহা নবী (সা.) বলেছেন কাউ কে গালি দেয়া এটি হলো অবাধ্যতা এবং পাপাচারের নামান্তর।

আরেকটি ওয়াদা বা অঙ্গিকার যা বয়াত কারীদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তাহলো সে কখনও যুলুম বা অন্যায় করবে না । যুলুম বা অন্যায় অনেক বড় একটি পাপ । অন্যের অধিকার অন্যায় ভাবে পদদলিত করা, কুক্ষি গত করা অনেক বড় একটি পাপ অনেক বড় একটি যুলুম । মহানবী (সা.) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন অন্যায় সবচেয়ে বড়। তিনি সা. বলেন যে সবচেয়ে বড় অন্যায় বা যুলুম হলো অন্যায় ভাবে নিজের ভাইয়ের সম্পত্তি হতে এক হাত বা এক বিঘত পরিমান কুক্ষিগত করা । সুতরাং ভয়ের বিষয় হলো যারা মামলা মোকাদ্দমায় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মানুষের অধিকার পদদলিত করে তাদের ভাবা উচিৎ । এরপর আমাদের কাছ থেকে একটি অঙ্গিকার এটি নেয়া হয়েছে যে, আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না । বিশ্বাসঘাতকতা না করার মানদন্ড মহানবী (সা.) কী নির্ধারণ করেছেন? বলেছেন সেই ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরন করো না, যারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । সুতরাং এটাই সেই মান, যে মানে আমাদের উপনীত হতে হবে ।

আবার এই অঙ্গিকার যে, সকল প্রকার ফাসাদ এবং নৈরাজ্য পরিহার কর । নিজের আপনজনদের সাথেতো কখনই নয় । আর অ-আহমদী যারা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে তাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে কী শিক্ষা দিয়েছেন? তিনি বলেছেন, যারা এই কারনে তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে যে, তোমরা খোদার প্রতিষ্ঠিত জামাতভুক্ত হয়েছ তাদের সাথে দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা এবং ফাসাদে লিপ্ত হয়ো না । নিভৃতে তাদের জন্য দোয়া কর । দেখ আমি তোমাদেরকে বারবার এই নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, সকল প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা, নৈরাজ্য এড়িয়ে চল । সব বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর । দুর্ব্যবহারের বদলে সদ্ব্যবহার কর ।

আর একটি অঙ্গিকার যা তিনি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন তা হলো আমরা বিদ্রোহ পরিত্যাগ করব । বিদ্রোহ তা জামাতের সামান্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হোক বা সরকারী কোন কর্মকর্তার সাথেই হোক মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন । এমন কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যা থেকে বিদ্রোহের দুর্গন্ধ আসে । ধর্মীয় বিষয় ছাড়া সরকারী অন্যান্য বিষয় যা দ্বারা একজন মানুষ আইন অমান্যকারী হিসেবে পরিচিত হয় অন্যদেরকে আইনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার নামান্তর হয় এমন আচরণ ইসলামী রীতিনীতির বিরোধী । এরপর তিনি বলেন, প্রবৃত্তির উত্তেজনার শিকারে পরিনত হবে না । আজকে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে যা হচ্ছে তা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি । প্রবৃত্তির বা রিপুর তাড়নার শিকার অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ হতে পারে । এরপর ঝগড়া বিবাদ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার শিকার হয় । মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এমন কাজ করে বসে । এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় যার কারনে মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয় বা রিপুর তাড়নার শিকার হয় তা পরিহার করা এবং তা থেকে পূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করা একজন আহমদীর কর্তব্য ।

তিনি বলেন যে, আহমদীয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে খোদার নির্দেশ তোমাদেরকে মানতে হবে । পাঁচ বেলার নামায সকল শর্ত সাপেক্ষে তোমরা পড়বে এই অঙ্গিকার কর । দশ বছর বয়স্কদের জন্য নামায আবশ্যক বা ফরয । পিতামাতার উচিৎ এক্ষেত্রে নিগরানি করা বা তত্বাবধান করা , এ দায়িত্ব তখনই পালিত হবে যদি পিতামাতা স্বয়ং নামাযের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানে হন । আমার কাছে অনেক অভিযোগ আসে, অনেক ছেলেমেয়েও লেখে যে, আমাদের পিতামাতা নামায পড়েননা বা স্ত্রীরা লিখেন যে স্বামী নামায পড়েনা । তো বাচ্চাদের সামনে এগুলো কেমন দৃষ্টান্ত হলো । পুরুষদের জন্য শর্তস্বাপেক্ষে পাঁচ বেলার নামায পড়ার অর্থ হলো মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়তে হবে । অসুস্থতা বা অন্য কোন বৈধ কারণ যদি থাকে তাহলে ভিন্ন কথা । যদি এর উপরেই আমরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই তাহলে আমাদের মসজিদ নামাযীতে ভরে যাওয়ার কথা । শুধু ওহ্দাররাই যদি এ নির্দেশ মেনে চলা আরম্ভ করে তাহলে অনেক পরিবর্তন আপনারা দেখবেন । এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি কিন্তু এখনো অনেক শূন্যতা রয়েছে, অনেক ঘাটতি রয়েছে, আরও অনেক চেষ্টা দরকার । জামাতী ব্যাবস্থাপনা এবং অঙ্গসংগঠনগুলোর এদিকে সমূহ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন । হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন যে, যে ব্যক্তি নামায থেকে ছুটি নিতে চায় সে পশুর চেয়ে ভাল কী কাজ করেছে । তাহলে তার এবং পশুর মাঝে তো কোন পার্থক্য রইলোনা । তাই প্রত্যেক আহমদীর গভীর সচেতনতার সাথে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে ।

এছাড়া তিনি এ ওয়াদা এবং অঙ্গিকার নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে যে আমার নামাযে তাহাজ্জুদেরও ব্যাবস্থা করবো । মহানবী (সা.) বলেছেন যে, নামাযে তাহাজ্জুদের তোমাদের ব্যাবস্থা করা উচিৎ কেননা অতীতের পুণ্যবানদের রীতি এটিই ছিলো । খুব সম্ভব এটি হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এরই বাক্য যে, নামাযে তাহাজ্জুদের তোমাদের ব্যাবস্থা করা উচিৎ । অতীত বুযুর্গদের বা পুণ্যবানদের এটিই রীতি ছিলো এবং খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম । এই অভ্যাস পাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং পাপ নিশ্চিহ্ন করে দৈহিক ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে । অতঅব তাহাজ্জুদ কেবল আধ্যাত্মিক চিকিৎসা নয় বরং দৈহিক চিকিৎসাও বটে । তিনি বলেন আমাদের জামাতের উচিৎ তারা যেন অবশ্যই তাহাজ্জুদে অভ্যস্থ হয় । যে বেশী পড়তে পারেনা তার দুই রাকাত হলেও পড়া উচিৎ কেননা সে দোয়ার সুযোগ লাভ করবে । এ সময়কার দোয়ার একটা বিশেষ প্রভাব এবং কার্যকারিতা রয়েছে ।

সুতরাং এদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। এরপর তিনি (আ.) মহানবী (সা.) এর প্রতি দরুদ প্রেরণেরও অঙ্গিকার নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে বা দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহতা'লা তার প্রতি দশগুন বেশী রহমতবারী বর্ষণ করবেন। তাই দরুদ শরীফের অসাধারন গুরুত্ব রয়েছে। আর দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য দরুদ শরীফের একান্ত আবশ্যকতা রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন যে, দোয়া আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে থেমে যায় , স্থির এবং স্থবির হয়ে যায় যতক্ষণ তুমি তোমার নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করবেনা এর কোন অংশই ঊর্দ্ধোলোকে যায় না। বয়আতের আরএকটি অঙ্গিকার হলো, রীতিমত ইস্তেগফার করবো। এক হাদীসে আছে , মহানবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারে রত থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনেক বেশী ইস্তেগফার করে আল্লাহতা'লা সকল প্রতিকুলতা থেকে তার জন্য মুক্তির পথ উন্মোচন করেন এবং সকল সমস্যার মুখে তার জন্য স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করেন আর এমন স্থান থেকে তাকে রিযক দেন যা সে ভাবতেও পারেনা। আবার এ অঙ্গিকারও নিয়েছেন যে, আমি সবসময় আল্লার প্রশংসায় রত থাকব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা খোদার প্রশংসা ছাড়া শুরু করা হয় তা বরকতশূন্য এবং অকার্যকর হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বল্পে কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে বেশির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে না। যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ হবে না। তাই খোদার প্রশংসা এমন ভাবে করুন যেন আল্লার সৃষ্টির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় আমরা আরেকটি অঙ্গিকার করেছি, আল্লাহর সাধরণ সৃষ্টিকেও কষ্ট দেব না। একই সাথে এ অঙ্গিকারও আমরা করেছি যে বিশেষ করে মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তির বশবর্তি হয়ে অন্যায় কষ্ট দেব না যতটা সম্ভব মার্জনা প্রদর্শন করব। কিন্তু কারও সীমাতিরিক্ত কষ্টদায়ক ব্যবহারের কারণে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে বা রাগের বশবর্তী হয়ে নয় সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি কাওকে শাস্তি দিতে হয় তাহলে বিষয় নিজের হাতে নিব না বরং শাসকদের কাছে কথা পৌছাব শাসকদের কর্ণগোচর করবো। সংশোধন যাই করবেন, ক্ষমতার বাগদোর যার হাতে তিনিই করবেন। প্রত্যেক জদু-মদুর কাজ নয় এটি স্বয়ং কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব না। বিনয় হওয়া উচিত প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

এ অঙ্গিকারও রয়েছে যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। সুখ, দু:খ, স্বাচ্ছন্দ্য, অস্বাচ্ছন্দ্য সব অবস্থায় আল্লাহর আঁচল আকড়ে ধরে রাখবো। এক হাদীসে আছে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, মুমিনের বিষয়ও বড় অদ্ভুত তার সব কাজ আগা-গোড়া বরকত এবং কল্যাণই হয়ে থাকে। এই কৃপা এই ফযল শুধু মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। যদি কোন সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় সে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তার কৃতজ্ঞতা তার জন্য বর্ধিত কল্যাণ এবং বরকত বয়ে আনে। আর যদি কোন দু:খ, কষ্ট, অস্বাচ্ছন্দ্য এবং ক্ষয়ক্ষতির সে সম্মুখীন হয় তাহলে সে ধৈর্য ধারণ করে। তার এ আচরণও তার জন্য কল্যাণ এবং বরকত বয়ে আনে। কেননা সে ধৈর্যের সোয়াব বা পুণ্যের ভাগি হয়ে যায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়াই হলো এক মুমিনের কাজ। এটি যদি হয় তাহলে এই অঙ্গিকারও পূর্ণ হবে যে আমরা খোদাতা'লার পথে সকল লাঞ্চনা এবং গঞ্জনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। কখনও কোন সমস্যা আসলে আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবো না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, যে আমার সে আমা হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সমস্যার কারনেও নয় আর মানুষের গালি ও দুর্ব্যবহারের জন্যও নয় আর ঊর্ধ্বলোক হতে আগত পরীক্ষার কারণেও নয়। সুতরাং খোদাতা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এরই হয়ে থাকবো এবং এ জন্য আমরা চেষ্টা অব্যহত রাখব। দু:খ এবং লাঞ্চনারও যদি আমরা সম্মুখিন হই আমরা ভ্রুক্ষেপ করব না, এ হল আমাদের অঙ্গিকার এবং প্রতিশ্রুতি। আরেকটা অঙ্গিকার হল আমরা কামনা বাসনার অনুকরণ করব না। হুজুর (সাঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে এমন কোন চালচলন বা নিয়মকানুন তৈরী করে যার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই তাহলে সেই নিয়মকানুন গ্রহণযোগ্য নয় এবং সে ধর্মত্যাগী। সুতরাং এই ব্যাপারে সর্বদা আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত। এই ব্যাপারে আমি একবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি। তরবিয়ত সেক্রেটারীগণ এবং লাজনাদের উচিত তারা যেন বারবার জামাতের সামনে এই কথা গুলি উপস্থাপন করতে থাকে যেন অগ্রহণযোগ্য কর্ম থেকে জামাতের সদস্যরা বিরত থাকে।

আবার এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকব। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যে কেউ নিজের প্রভুর সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে আর প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে নিযন্ত্রণ করে তার নিবাস হবে জান্নাত। কামনা বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হল আল্লাহর সত্তায় বিলীন হওয়া। এর ফলে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করে মানুষ এই পৃথিবীতেই জান্নাতের মর্যাদায় পৌছতে পারে। এবার আরেকটি অঙ্গিকার রয়েছে আমাদের তাহলো আল্লাহতা'লা এবং তার রসূল (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশকে নিজের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে আমরা অবলম্বন করব। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমাদের রসূল কেবল একজনই। আর একমাত্র কুরআনই এই রসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যার অনূসরণ এবং আনুগত্যের কল্যাণেই আমরা খোদাকে পেতে পারি। অতএব এটি অর্জনের জন্য আমাদের যথা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

এছাড়া আরেকটি অঙ্গিকার রয়েছে যে অহংকার এবং আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করব। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমি সত্য সত্যই বলছি যে, কেয়ামত দিবসে শিরকের পর অহংকারের মত এত বড় বিপদ বা আগুন আর নেই। এটি এমন একটি বিপদ যা উভয় জগতে মানুষকে লাঞ্ছিত করে। তাই সত্যিই ভয়ের বিষয় । তিনি আরো বলেন, আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি যে, অহংকার পরিহার কর কেননা অহংকার প্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে খুব ঘৃণ্য একটি কাজ। এছাড়া আরেকটি অঙ্গিকার নেয়া হয়েছে যে, বিনয় অবলম্বন করব। মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতা'লার জন্য বিনয় অবলম্বন করে খোদাতা'লা তার পদমর্যদা একগুণ বৃদ্ধি করবেন। আর এক পর্যায়ে এসে সে লীন দের মাঝে স্থান পাবে। বিনয় অবলম্বন করলে পদমর্যদা একগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু মকাম বা পর্যায়ে এমন মানুষকে স্থান দেয়া হবে। আরেকটি অঙ্গিকার বা ওয়াদা যা আমরা করেছি তা হলো সবসময় সদাচরণ হবে আমাদের বৈশিষ্ট। সবাইকে এটি সামনে রাখতে হবে। আরেকটি অঙ্গিকার আমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে তা হলো দীনতা বিনয় এবং সহিষ্ণুতার মাঝে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে। মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে যদি খোদাকে সন্ধান করতে হয় তবে দরিদ্র হৃদয়ের কাছে সন্ধান কর।

আরেকটি অঙ্গিকার নিয়েছেন মসীহ মাওউদ (আ.) তাহলো ধর্ম এবং ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম সন্তান সন্ততি সকল প্রিয়জন থেকে প্রিয়তর জ্ঞান করব। এছাড়া এঅঙ্গিকারও নিয়েছেন যে, আল্লাহতা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি সবসময়

তাদের সেবায় যত্নবান থাকব। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) বলেন যে, খোদাতা'লা নেকী এবং পুণ্যকে গভীর ভাবে ভালবাসেন। তিনি চান তার সৃষ্টির সাথে যেন সহানুভূতি প্রর্দশন করা হয়। অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমরা স্মরণ রাখবে তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সে যে ধর্মেরই অনুসারি হোক না কেন তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। আর বিনাব্যতিক্রমে সবার সাথে সদ ব্যবহার কর নেক ব্যবহার কর। আর এটি কুরআনের শিক্ষা।

তিনি আরো অঙ্গিকার নিয়েছেন যে খোদা প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে মানব জাতির হিত সাধন করব। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন যে, সৃষ্টির যত অভাব অনটন আছে আর আদি বন্টনকারী যেভাবে কতককে কতকের মুখাপেক্ষী করে রেখেছেন এসকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহতা'লার খাতিরে প্রকৃত এবং নিঃস্বার্থ এবং সত্যিকার সহানুভূতির প্রেরণায় তাদের হিত সাধন করা উচিত। সকল সাহায্যের মুখাপেক্ষীকে খোদা প্রদত্ত শক্তির ভিত্তিতে সাহায্য দেওয়া উচিত। আর তাদের ইহ এবং পরকালের নিশ্চয়তার জন্য স্বিয় শক্তি সামর্থ্যকে কাজে লাগানো উচিত।

এছাড় তিনি এ অঙ্গিকারও নিয়েছেন যে তার সাথে খোদার সন্তুষ্টির জন্য এমন একটি সম্পর্ক আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে আনুগত্যের সীমা নাই। আনুগত্যের সেই মানে আমাদের পৌঁছতে হবে যা কোন জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেখা যায় না আর কোন সেবকের সেবার মাঝেও পরিলক্ষিত হয় না। এসব কথার ক্ষেত্রে আমাদের আনুগত্য করতে হবে যা তিনি আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানগত আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক তরবিয়তের জন্য লিখেগেছেন। বা তার পর খেলাফতে আহমদীয়ার মাধ্যমে জামাতের সদস্য পর্যন্ত তা পৌঁছে। যার উদ্দেশ্য হলো শরীয়ত প্রতিষ্ঠা। যা কুরআন এবং মহানবী সা.-এর নির্দেশ এবং আদর্শ সম্মত। এছাড়া না আমাদের কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব না আমাদের ঐক্য অটুট এবং অক্ষুন্ন থাকতে পারে। তাই আমাদেরকে আত্ম জিজ্ঞাসা করতে হবে যে গত বছর আমরা আমাদের অঙ্গিকার কতটা পালন করেছি। যদি এক্ষেত্রে কোন ত্রুটি বা ঘাটতি থেকে যায় তাহলে দেখতে হবে যে এবছর আমরা সেই ত্রুটি বা ঘাটতি কিভাবে পুরন করব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে সেই আমাদের জামাতভুক্ত হয় যে আমাদের শিক্ষাকে নিজের কর্মপন্থা হিসেবে অবলম্বন করে। আর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য নিজের সকল চেষ্টাকে নিয়োজিত করে।"

হুজুর (আইঃ) বলেন, নামাযের পর দুজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযা আমদের শহীদ ভাইয়ের। তাঁর নাম হল জনাব লোকমান শেহ্যাদ সাহেব। পিতার নাম হল আল্লাদিতা। গুযরাওয়ালার রড়িশাহ্ রহমানের অধিবাসী। ২৭শে ডিসেম্বর ফজরের নামাযের পর তাঁকে গুলি করে শহীদ করা হয়। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন**। তিনি ২০০৭ সনের ২৭শে নভেম্বর বয়াত করে জামাতভুক্ত হয়েছেন। ২৭শে ডিসেম্বর ফজরের নামাযের পর তিনি যখন খামার বাড়িতে যাচ্ছিলেন বিরোধীরা তখন পিছন থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। হসাপাতাল নিয়ে যাওয়ার পথে অর্থাৎ পথিমধ্যে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন**। মরহুম ১৯৮৯ সনের ৫ই এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম এক উন্নত ইমানদার, সৎ হৃদয়ের অধিকারী, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, মিশুক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ যুবক ছিলেন। জামাতে আহমদীয়া রড়িশা রহমানের সেক্রেটারী মাল হিসেবে খেদমত করার তৌফিক লাভ করেছেন। আল্লাহতা'লা শহীদের মর্যাদা উচ্চ করুন আর জান্নাতুল ফিরদৌসে উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করুন, তার বংশধরদেরকেও আহমদীয়াতের আলোতে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাজা যা আমি পড়াব তা হলো শ্রদ্ধেয়া শেহজাদী সুতিয়ানুস সাহেবার। ইনি মেসিডোনিয়ার অধিবাসিনী। ২০১৪ সনের ১৯শে নভেম্বর ৪৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন**। ১৯৯৬ সনে স্বামীর আহমদীয়াত গ্রহণের কয়েক মাস পর তিনি বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং মাগফেরাত করুন আর তার সন্তান এবং স্বামীকে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং তাকওয়ায় উন্নত করুন, দৃঢ় করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (02-01-2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

.....

From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur,Diamond Harbour, 743331, 24 parganas(s), W.B